গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম) পরিচালনার নীতিমালা, ২০২৪

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া

সুব্রত কুমার সিকদার
যুগ্মসচিব

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

সূচি

ক্রমিক	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	অধ্যায়-১	ভূমিকা	১
২.	অধ্যায়-২	এপিএম কেন্দ্র পরিচালনার নীতিমালা, ২০২৪-এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	২-৩
	২.১	রূপকল্প (Vision)	২
	২.২	অভিলক্ষ্য (Mission)	২
	২.৩	লক্ষ্য (Goal)	২
	২.৪	উদ্দেশ্য (objectives)	৩
৩.	অধ্যায়-৩	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের প্রদত্ত সুবিধাদি	৩-৬
	৩.১	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের কার্যপরিধি	৩
	৩.২	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে স্থাপিত যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহার	৪-৫
	৩.৩	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা	৫-৬
৪.	অধ্যায়-৪	প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ	৬-৭
	৪.১	পণ্যের মান যাচাই, মূল্য নির্ধারণ ও পণ্য সংরক্ষণের সময়সীমা	৬
	৪.২	কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ	৬-৭
৫.	অধ্যায়-৫	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের মালিকানা	৭
৬.	অধ্যায়-৬	এপিএম ইউনিট ব্যবস্থাপনা	৭-১৩
	৬.১	এপিএম ইউনিট পরিচালনা	৭-৮
	৬.২	এপিএম কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি	৮-৯
	৬.৩	এপিএম কেন্দ্র ব্যবহারসংক্রান্ত নির্দেশনাবলি	৯-১৩

ড. হুমায়রা সুলতানা

৭.	অধ্যায়-৭	আবেদন প্রক্রিয়া	১৩
৮.	অধ্যায়-৮	ভাড়া পরিশোধ প্রক্রিয়া	১৩
৯.	অধ্যায়-৯	বিবিধ	১৩
	৯.১	নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন	১৩
	৯.২	আইনের প্রাধান্য	১৩

অধ্যায়-১

ভূমিকা

পল্লি উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লি অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন 'পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ'-এর অভিলক্ষ্য। এ অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত এই বিভাগের অধীন 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)', বগুড়া বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করে যাচ্ছে। পল্লির দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পল্লি জনপদে উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পশ্চাৎপদ গ্রামে আধুনিক শহরের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পল্লি উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার করে টেকসই পল্লি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে আরডিএ, বগুড়ার প্রায়োগিক গবেষণার একটি ফসল হলো একাডেমিতে অ্যাগ্রো-প্রসেসিং অ্যান্ড মার্কেটিং (এপিএম) কেন্দ্র স্থাপন। এই কেন্দ্রে কৃষিজ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে মধু, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (ঘি, দই, মিষ্টি) ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত করা হয়। এসব পণ্য একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদাপূরণের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা হয়।

একাডেমির এই প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের সাফল্যে এ মডেল দেশের আরও বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদে আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮টি উপজেলায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, নাগেশ্বরী উপজেলাসমূহে এবং জামালপুর জেলার মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলাসমূহে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ, এদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ও কর্মসংস্থানের প্রধান পেশা কৃষি। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংরক্ষণাগার-এর অভাবে দেশে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ পণ্য নষ্ট হয়। এই কৃষিপণ্যসমূহকে প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরবর্তী অপচয় রোধ পাবে। অপরদিকে এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে গ্রামীণ এলাকায় নতুন নতুন উদ্যোক্তা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

দেশের পল্লি জনপদে উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরবর্তী অপচয় রোধ এবং পশ্চাৎপদ গ্রামে আধুনিক শহরের সুবিধা প্রদানে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় স্থাপিত এই ৮টি এপিএম কেন্দ্রের টেকসই পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং বিকাশের

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

লক্ষ্যে আরডিএ, বগুড়া কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম) পরিচালনা নীতিমালা, ২০২৪ প্রণয়ন করেছে।

অধ্যায়-২

২.০ এপিএম কেন্দ্র পরিচালনার নীতিমালা, ২০২৪-এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

২.১ রূপকল্প (Vision) :

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

গঠিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্রে প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক এলাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যের অপচয় রোধ, মূল্য সংযোজন এবং ন্যায্য মূল্যে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

২.৩ লক্ষ্য (Goal) :

জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার চরাঞ্চল নদীবিধৌত হওয়ায় এসকল অঞ্চলে বন্যা পরবর্তী সময়ে প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যথাযথ ব্যবহার/সংরক্ষণ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এ সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে কৃষি ফসল/পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রটি এলাকার কৃষকদের উদ্‌বুদ্ধ করে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে অথবা ভাড়া/ইজারা প্রদানের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এই নীতিমালা কার্যকর করা হলে উৎপাদিত শস্যের অপচয় হ্রাস পাবে এবং কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ সমস্যার সমাধান হবে। পাশাপাশি সরকার যে উদ্দেশ্যে এপিএম ইউনিটগুলো স্থাপন করেছে তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিত হবে।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ (Specific Goal) :

২.৩.১ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা;

২.৩.২ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের অপচয় রোধ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ;

২.৩.৩ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং বাজার সম্প্রসারণ করা;

২.৩.৪ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২.৩.৫ প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

২.৩.৬ কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সরাসরি কৃষক ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি ও সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে সহায়তা করা; এবং

২.৩.৭ স্থানীয় সমবায় সমিতি/ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান/এনজিও/বেসরকারি খাত/জনসাধারণ এবং একাডেমি কর্তৃক একক বা যৌথভাবে এপিএম কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় কৃষকদের সঙ্গে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারীর সংযোগ স্থাপন করা।

২.৪ উদ্দেশ্য (Objectives) :

২.৪.১ স্থানীয়ভাবে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নতুন নতুন সমবায় সমিতি/উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

২.৪.২ পণ্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ে (যথাক্রমে—খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ ও সংরক্ষণ) অপচয় রোধ;

২.৪.৩ এপিএম কেন্দ্রে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির যথাযথ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;

২.৪.৪ নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অপচয় রোধ;

২.৪.৫ কৃষকের সঙ্গে উৎপাদকের সংযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধন;

২.৪.৬ উপজাত দ্রব্যের/পণ্যের (বাই প্রোডাক্ট) সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

২.৪.৭ এপিএম কেন্দ্রে ব্যাবসারত সমবায় সমিতি/প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তা/এনজিও/বেসরকারি খাত-এর সঙ্গে ভোক্তা/পাইকারি বাজার/সুপারশপ/কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী (Forward) ও পশ্চাদ্‌মুখী (Backward) বাজার (লিংকেজ) সংযোগ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং

২.৪.৮ সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টায় স্থাপিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যসমূহ অর্জন।

অধ্যায়-৩

৩.০ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে প্রদত্ত সুবিধাদি

৩.১ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের কার্যপরিধি :

সরিষা, সূর্যমুখী, তিল ইত্যাদি হতে তেল তৈরি; সরিষা ও অন্যান্য ফুল হতে আহরিত মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ; ধান ভাঙানো; ময়দা প্রস্তুত; কেক, বিস্কুটসহ সকল বেকারি পণ্য তৈরি; মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, জিরা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মসলার গুড়া তৈরি; শুকনো ফল ও সবজি প্রস্তুত; চাল, ডালসহ বিভিন্ন শস্য গুড়া করা; বিভিন্ন ধরনের সস, পেস্ট প্রস্তুত; মাছ, মাংস, ডিম সংরক্ষণ; দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুত; ক্যান্ডি প্রস্তুত; আনারস/আম/টম্যাটোর জুস তৈরি; আলুর চিপস/ফ্রেন্স ফ্রাই তৈরি; এবং তরল দ্রব্য, ক্যান্ডি, পাউডার ও দুগ্ধজাত জাতীয় দ্রব্যের প্যাকেজ প্রস্তুত করা।

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

৩.২ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে স্থাপিত যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহার :

ক্র. নং	যন্ত্রপাতির নাম		ব্যবহার
(০১)	মিনি ওয়েল মিল	:	সরিষা, সূর্যমুখী, তিল ইত্যাদি হতে তেল তৈরির জন্য ছোটো আকারের (ক্ষমতা : ৫০-৬০ কেজি/ঘণ্টা) মেশিন।
(০২)	হানি প্রসেসিং প্ল্যান্ট	:	মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ করার জন্য (ক্ষমতা : ৫০০ কেজি/দিন)।
(০৩)	মিনি রাইস মিল	:	ছোটো আকারের (ক্ষমতা : ৮০০-১০০০ কেজি/ঘণ্টা) ধান ভাঙানো মেশিন।
(০৪)	মিনি ফ্লাওয়ার মিল	:	ছোটো আকারের (ক্ষমতা : ১০০০-১২০০ কেজি/৮ ঘণ্টা) আটা তৈরির মেশিন।
(০৫)	সেমি অটোম্যাটিক বেকিং ওভেন/বেকারি লাইন	:	কেক, বিস্কুটসহ সকল বেকারি পণ্য তৈরির জন্য।
(০৬)	প্যাকেজিং মেশিন ফর বেকারি উৎপাদন	:	সব ধরনের বেকারি পণ্য প্যাকিং করার জন্য।
(০৭)	টারমারিক চপার	:	হলুদ পরিষ্কার ও কাটার জন্য।
(০৮)	পিন মিল	:	মসলাজাতীয় দ্রব্যাদি গুড়া করার জন্য।
(০৯)	ইলেকট্রিক ট্রে ড্রায়ার মেশিন	:	ফল ও সবজি শুকানোর জন্য।
(১০)	রিবন ব্লেন্ডার মেশিন	:	পাউডার করার জন্য।
(১১)	অগার ফিলার প্যাকেজিং মেশিন	:	সস, পেস্ট ও তরল দ্রব্য প্যাকিং করার জন্য।
(১২)	পাউডার ম্যাটে প্যাকিং মেশিন	:	পাউডারজাতীয় দ্রব্য প্যাকিং করার জন্য।
(১৩)	ক্যান্ডি প্রসেসিং সেমি অটোম্যাটিক লাইন	:	ক্যান্ডি তৈরির জন্য।
(১৪)	রেফ্রিজারেটেড কুলিং চেম্বার (মাছ, মাংসের জন্য)		৫ টন ক্যাপাসিটির কোল্ড রুম। মাইনাস ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখার জন্য।
(১৫)	রেফ্রিজারেটেড কুলিং চেম্বার (সবজি, ফল, দুধের জন্য)	:	১০ টন ক্যাপাসিটির কোল্ড রুম।

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

ক্র. নং	যন্ত্রপাতির নাম		ব্যবহার
(১৬)	অটোম্যাটিক ডি হিউমিডিফায়ার	:	রুমের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য।
(১৭)	ইয়োগার্ট ইনকিউবেটর	:	দই তৈরির নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনকিউবেটর, কুকিং ভ্যাট, ইউটেন্সিল ইত্যাদি।
(১৮)	মিল্ক ক্যারিং ট্রে	:	দুধ পরিবহণের জন্য স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি পাত্র।
(১৯)	মিল্ক ক্যারিং ভ্যান	:	দুধ পরিবহণের জন্য স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি স্টোরেজসহ ভ্যান।
(২০)	মিল্ক টেস্ট ইকুইপমেন্ট	:	দুধের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য বহনযোগ্য যন্ত্র।
(২১)	আনারস/আম/টম্যাটো জুস তৈরির জন্য প্রসেসিং লাইন	:	ফল/সবজি ধোয়া থেকে শুরু করে পাল্প/জুস তৈরির সেমি অটোম্যাটিক প্রসেসিং লাইন।
(২২)	পটেটো ওয়াশিং, পিলিং, কাটিং অ্যান্ড চিপস মেকিং মেশিন	:	আলু ধোয়া, ছাল ছাড়ানো, কাটা থেকে শুরু করে চিপস তৈরি পর্যন্ত সেমি অটোম্যাটিক মেশিন (ক্ষমতা : ১০০-১২০ কেজি/ঘণ্টা)। পটেটো চিপস/ফ্রেন্স ফ্রাই অটোম্যাটিক প্যাকিং মেশিন (ক্ষমতা : ২০-৪০ ব্যাগ/মিনিট)।
(২৩)	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট	:	খাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পিএইস মিটার, রিফ্রাকটোমিটার, ডিজিটাল ব্যালেন্স, কনডাকটিভিটি মিটার, টাইট্রেশন সেট ইত্যাদি।

৩.৩ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা :

৩.৩.১ এপিএম কেন্দ্রগুলো ৫০ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত, উঁচু প্রাচীর ও কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা এবং বড়ো গেট বিদ্যমান;

৩.৩.২ ফ্লোর এরিয়া ৭০০০ (সাত হাজার) বর্গফুট। বারান্দাসহ প্রায় ৯০০০ বর্গফুট;

৩.৩.৩ গার্ড রুম;

৩.৩.৪ ছোটো-বড়ো মিলিয়ে মোট ১২টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ অফিস কক্ষ ২টি; ট্রেনিং-কাম-মিটিং কক্ষ ১টি; ডিসপ্লে সেন্টার-এর জন্য কক্ষ ১টি; কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবের জন্য কক্ষ ১টি; স্টোর কক্ষ ২টি; বৈদ্যুতিক সংযোগের কক্ষ ১টি; তেল

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কক্ষ ১টি; বেকারি আইটেম উৎপাদন ও প্যাকেজিংয়ের জন্য বড়ো ১টি; রাইস মিল, আটা মিল ও মসলা গুঁড়ার যন্ত্রপাতির জন্য কক্ষ ১টি; বড়ো ১টি কক্ষ (৩টি কোল্ড কক্ষসহ);

৩.৩.৫ ভিতরের ঘেরা বারান্দায় আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি/কাঁচামাল/উপকরণ রাখার ব্যবস্থা;

৩.৩.৬ মূল ভবনের বাইরে ১টি সাব-স্টেশন কক্ষ;

৩.৩.৭ এপিএম কেন্দ্রের ভিতরে পণ্য ট্রাকে বা অন্য যে-কোনো পরিবহণে উঠা-নামা করার জন্য লোডিং-আনলোডিং স্পেস;

৩.৩.৮ সোলার সিস্টেম ৪০ কিলোওয়াট (১০ কিলোওয়াট অফগ্রিড এবং ৩০ কিলোওয়াট অনগ্রিড);

৩.৩.৯ ব্যাটারিচালিত মিল্ক ক্যারিং ভ্যান—প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ২টি; এবং

৩.৩.১০ নেট মিটারিং সিস্টেম।

অধ্যায়-৪

৪.০ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ

৪.১ পণ্যের মান যাচাই, মূল্য নির্ধারণ ও পণ্য সংরক্ষণের সময়সীমা :

৪.১.১ আরডিএ কর্তৃক ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের মান নিশ্চিত করা হবে;

৪.১.২ খাদ্য পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখার স্বার্থে আরডিএ-এর প্রতিনিধি, এপিএম কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্য পরিদর্শকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি নিয়মিতভাবে উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাই করবে;

৪.১.৩ এপিএম কেন্দ্রের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

৪.১.৪ পণ্যের মান ও মূল্যের ক্ষেত্রে উত্থাপিত কোনো অভিযোগ/আপত্তি সংশ্লিষ্ট একাডেমি বহন করবে না। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান, ব্র্যান্ড ও মূল্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী আরডিএ (রংপুর/জামালপুর/বগুড়া) দায়ী থাকবেন; এবং

৪.১.৫ খাদ্য হিসাবে ৬ (ছয়) মাস এবং বীজ ও পণ্য হিসাবে ৯ (নয়) মাস পর্যন্ত এপিএম কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা যাবে।

৪.২ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ :

৪.২.১ এপিএম কেন্দ্র তথা কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে অথবা কেন্দ্রের নিকটবর্তী যে-কোনো গ্রোথ সেন্টারের বিভিন্ন বাজারে/সুপারশপে বাজারজাত করা হবে;

৪.২.২ এপিএম কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি এবং আরডিএ রংপুর/জামালপুর/বগুড়া যৌথভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যসমূহ বাজারজাতকরণে এর মার্কেট লিংকেজ তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে;

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

৪.২.৩ এপিএম কেন্দ্রগুলো লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য আরডিএ, বগুড়া নিয়মিত যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও কৃষিজ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করবে এবং মনিটরিং অব্যাহত রাখবে;

৪.২.৪ এপিএম কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন্দ্রে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও মজুতের তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং যথাসময়ে যেন, তা বাজারজাত করা হয় তা মনিটরিং করবেন; এবং

৪.২.৫ এপিএম কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যসমূহ বাজারজাতকরণে প্রয়োজনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর/জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করবে।

অধ্যায়-৫

৫.০ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের মালিকানা :

৫.১ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের মালিকানা হবে সরকারের তথা 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'-এর;

৫.২ জামালপুর জেলার ৪টি এপিএম কেন্দ্র মেলান্দহে অবস্থিত 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর'-এর নিয়ন্ত্রণে এবং কুড়িগ্রাম জেলার ৪টি এপিএম ইউনিট রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত 'শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর'-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে;

৫.৩ উক্ত একাডেমি দুটি পরিপূর্ণভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত আরডিএ, বগুড়া ৮টি এপিএম কেন্দ্রগুলোর তত্ত্বাবধান করবে। সংশ্লিষ্ট 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'-এর মহাপরিচালকের অনুমোদনসাপেক্ষে চুক্তির মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে;

৫.৪ সরকার তথা 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' এপিএম কেন্দ্রের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করবে, কিন্তু কোনো অর্থ এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে না।

অধ্যায়-৬

৬.০ এপিএম ইউনিট ব্যবস্থাপনা

৬.১ এপিএম ইউনিট পরিচালনা :

৬.১.১ প্রতিটি এপিএম কেন্দ্র তত্ত্বাবধান/দেখাশোনার জন্য সংশ্লিষ্ট একাডেমির ৯ম গ্রেডের নিম্নতম নয় এমন একজন কর্মকর্তাকে প্রেষণে/নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। তিনি সকল কর্মকান্ড সমন্বয় করবেন এবং মহাপরিচালকের নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রদান করবেন। তাঁর বেতন-ভাতাদি সংশ্লিষ্ট আরডিএ থেকে নির্বাহ করা হবে;

৬.১.২ এপিএম কেন্দ্রে ব্যাবসা পরিচালনার সুযোগ প্রাপ্ত ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন; এবং

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

৬.১.৩ এপিএম কেন্দ্রে কর্মরত অন্যান্য জনবলের ব্যয় সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী সমবায় সমিতি/এনজি উদ্যোক্তা/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে নির্বাহ করা হবে।

৬.২ এপিএম কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি :

প্রতিটি এপিএম ইউনিট সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্ত দুটি কমিটি থাকবে।

(ক) উপদেষ্টা কমিটি :

এপিএম কেন্দ্রগুলো ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে :

(১)	মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর/শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর	:	সভাপতি
(২)	জেলা প্রশাসক, জামালপুর/কুড়িগ্রাম-এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	পুলিশ সুপার, জামালপুর/কুড়িগ্রাম-এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৪)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুর/কুড়িগ্রাম	:	সদস্য
(৫)	জেলা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জামালপুর/কুড়িগ্রাম	:	সদস্য
(৬)	জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, জামালপুর/কুড়িগ্রাম	:	সদস্য
(৭)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, জামালপুর/কুড়িগ্রাম	:	সদস্য
(৮)	উপপরিচালক, বিআরডিবি, জামালপুর/কুড়িগ্রাম	:	সদস্য
(৯)	উপপরিচালক (এপিএম ইউনিট), আরডিএ, বগুড়া	:	সদস্য
(১০)	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বার)	:	সদস্য
(১১)	যুগ্মপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন), সংশ্লিষ্ট আরডিএ	:	সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) এপিএম কেন্দ্রের বাৎসরিক যৌথ অংশীদারত্ব/ভাড়া/ইজারা প্রদানসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(২) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) কেন্দ্র পরিচালনাকারী সংস্থার যোগ্যতা বা মানদণ্ড নির্ণয় করা;

(৩) যৌথ অংশীদারত্ব/ভাড়া/ইজারা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইকরত উপযুক্ত পরিচালনাকারী নির্বাচন করা;

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

(৪) এপিএম কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটিকে সার্বিক কাজ মনিটরিং, পরামর্শ ও দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করা;

(৫) এপিএম কেন্দ্র-এর বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৬) বছরে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বার উপদেষ্টা কমিটির সভা আহ্বান করা; এবং

(৭) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলার কোনো দপ্তরের কর্মকর্তাকে এ কমিটিতে সদস্য হিসাবে কো-অপ্‌ট করতে পারবে।

(খ) বাস্তবায়ন কমিটি :

এপিএম কেন্দ্রগুলো ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে :

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	:	সভাপতি
(২)	শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর/শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর-এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
(৩)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	:	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	:	সদস্য
(৫)	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)		সদস্য
(৬)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	:	সদস্য
(৭)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	:	সদস্য
(৮)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	:	সদস্য
(৯)	কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা)	:	সদস্য
(১০)	এপিএম কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/উদ্যোক্তা/বেসরকারি খাত/এনজিও-এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
(১১)	তত্ত্বাবধায়ক, সংশ্লিষ্ট এপিএম কেন্দ্র	:	সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) এপিএম কেন্দ্রের ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতা-কে ব্যবসায়ের সুযোগ প্রদান;

(২) এপিএম কেন্দ্রের ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে চুক্তি অনুযায়ী ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ;

(৪) এপিএম কেন্দ্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ;

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

(৫) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য খরচ অনুমোদন ও তা ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ;

(৬) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কমিটি প্রতি ০২ (দুই) মাস পর পর সভা আহ্বান করবে ও বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটিকে অবহিত করবে, প্রয়োজনে উপদেষ্টা কমিটির দিক্‌নির্দেশনা চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে; এবং

(৭) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপজেলার কোনো দপ্তরের কর্মকর্তাকে সদস্য হিসাবে এ কমিটিতে কো-অপ্‌ট করতে পারবে।

৬.৩ এপিএম কেন্দ্র ব্যবহারসংক্রান্ত নির্দেশনাবলি :

৬.৩.১ প্রতিটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম) যৌথ অংশীদারত্বের ভিত্তিতে অথবা ভাড়া/ইজারা পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে;

৬.৩.২ সমবায় সমিতি, পরিচালনাকারী সংগঠন, বেসরকারি খাত, উদ্যোক্তা, এনজিও-কে অবশ্যই সমবায় অধিদপ্তর/সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কিংবা সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে;

৬.৩.৩ ভাড়া/ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকার কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতি/নারীদলকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এদের না পাওয়া গেলে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগী ও আরডিএ, বগুড়ার প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অতঃপর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

৬.৩.৪ এপিএম সেন্টার ভাড়া/ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮, অনুসরণ করে টেন্ডারের মাধ্যমে ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা বাছাই করতে হবে;

৬.৩.৫ সংশ্লিষ্ট একাডেমি ও ভাড়া/ইজারা গ্রহীতার মধ্যে ০২ (দুই) বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে; প্রতি ০২ (দুই) বছর পর ভাড়া ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে; উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করা যাবে;

৬.৩.৬ ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক এপিএম কেন্দ্রের ভাড়া/ইজারামানি একাডেমির তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট একাডেমির তহবিলে জমাকৃত অর্থ একাডেমির অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যয় করা যাবে;

৬.৩.৭ সংশ্লিষ্ট পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালকের অনুমোদনসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট এপিএম কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কেন্দ্রটির ইজারা গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে (চুক্তিনামা সংলগ্নী-১);

৬.৩.৮ চুক্তির সময় অবশ্যই যন্ত্রপাতির মূল্যের কমপক্ষে ৫% জামানত রাখতে হবে। কোনো কারণে যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন/চুরি বা চুক্তি বাতিল হলে জামানতের টাকা থেকে তা মেরামত কিংবা

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্ষতিসাধন/চুরি হলে এবং ৫% জামানতের মধ্যে ক্ষতিপূরণ সম্ভব না হলে উক্ত যন্ত্রপাতির মূল্য বিবেচনায় পরিচালনাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন;

৬.৩.৯ মোট লভ্যাংশের ২৫% সরকার তথা একাডেমি এবং ৭৫% ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতা প্রাপ্য হবেন। ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক লভ্যাংশের অর্থ ষাণ্মাষিক ভিত্তিতে প্রদান করবে;

৬.৩.১০ একাডেমির মোট লভ্যাংশের ৫% অর্থ এপিএম কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটি, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির সভা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে ব্যবহৃত হবে। অবশিষ্ট অর্থ একাডেমির তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে;

৬.৩.১১ এপিএম কেন্দ্রের ভাড়া ও লভ্যাংশের নির্ধারিত ৫% অর্থ জমা রাখার জন্য 'এপিএম কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি (বাস্তবায়ন কমিটি)' নামে সরকারি তপশিলভুক্ত যে-কোনো ব্যাংকে একটি যৌথ হিসাব খুলতে হবে, যা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যসচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ও যথাযথভাবে নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন ও ব্যয় করতে হবে;

৬.৩.১২ ইউনিটটি চালু করতে প্রথম ২ (দুই) মাস 'অতিরিক্ত সময় (grace period)' হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। এই ২ (দুই) মাস একাডেমিকে কোনো লভ্যাংশ দিতে হবে না;

৬.৩.১৩ এপিএম কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত একাডেমির অনুমোদনসাপেক্ষে ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা বহন করবে;

৬.৩.১৪ যন্ত্রপাতির যে-কোনো ক্ষতিসাধন ও দুর্ঘটনার দায় একাডেমি বহন করবেন না। এ-সংক্রান্ত যাবতীয় দায় সংশ্লিষ্ট ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা বহন করবেন এবং যন্ত্রপাতি মেরামত করে তা ব্যবহার উপযোগী রাখবেন;

৬.৩.১৫ ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা এপিএম কেন্দ্র বন্ধক রেখে কোনো অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। এ কেন্দ্র বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করা হলে তার বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৬.৩.১৬ সংশ্লিষ্ট একাডেমি ভাড়া/ইজারা গ্রহীতার ঋণের দায় ও ঋণ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না;

৬.৩.১৭ প্রতিমাসের ২২ তারিখের মধ্যে ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা উক্ত এপিএম কেন্দ্রের বিদ্যুৎ বিলের অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ব্যর্থ হলে ২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। বিদ্যুৎ বিল নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

এবং কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে এর যাবতীয় দায় সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী-এর উপর বর্তাবে। পরিশোধে ০৬ (ছয়) মাসের অধিক বিলম্ব করলে বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে;

৬.৩.১৮ এপিএম কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, কাঁচামাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্য বিপণন সংশ্লিষ্ট চুক্তিবদ্ধ ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করবেন। কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট একাডেমি পরামর্শ সেবা প্রদান করবে;

৬.৩.১৯ এপিএম কেন্দ্রে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এই কেন্দ্রের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হবে 3R (Reduce, Reuse, Rsycle)। অর্থাৎ বর্জ্য উৎপাদন কমিয়ে আনা, বর্জ্য পুনঃব্যবহার এবং বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ। তবে, স্থাপিত এপিএম কেন্দ্রগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ইউনিট না থাকায় ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা এবং একাডেমি যৌথভাবে কেন্দ্রের ভিতরে একটি উপযুক্ত স্থানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ইউনিট স্থাপন করবে। এক্ষেত্রে একাডেমি ৬০% অর্থ প্রদান করবে এবং ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা ৪০% অর্থ প্রদান করবে;

৬.৩.২০ চালু থাকা প্রতিটি এপিএম কেন্দ্র প্রতি অর্থবছরে বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট একাডেমির উদ্যোগে অডিট করা হবে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট ভাড়া/ইজারা গ্রহীতা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং বছরান্তে আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করবে;

৬.৩.২১ এপিএম কেন্দ্রগুলো সঠিক ও কার্যকরভাবে পরিচালনার স্বার্থে আরডিএ, বগুড়া/সংশ্লিষ্ট একাডেমি চুক্তি অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ (Monitoring) করবে। এপিএম কেন্দ্রসমূহ কোনো কারণে ভাড়া/ইজারা না হলে কেন্দ্রসমূহের ভাড়া/ইজারাবিহীন সময়ের বিদ্যুৎ বিল, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য ব্যয় সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'-এর নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করতে হবে;

৬.৩.২২ সামগ্রিক স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। স্থাপনার কোনো ক্ষতি করা যাবে না। সামগ্রিক স্থাপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পরিচালনাকারী ভাড়া/ইজারা গ্রহীতাকে বহন করতে হবে। কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'-এর অনুমোদন ছাড়া করা যাবে না;

৬.৩.২৩ এপিএম কেন্দ্রে ব্যাবসারত সমবায় সমিতি/প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তা/এনজিও/বেসরকারি খাত-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'-এর উদ্যোগে ভোক্তা/পাইকারি বাজার/সুপারশপ/কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে উর্ধ্বমুখী (Forward) ও পশ্চাদ্‌মুখী (Backward) বাজার সংযোগ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে;

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

৬.৩.২৪ ইজারা গ্রহীতা/ভাড়াটিয়া কর্তৃক এপিএম কেন্দ্রটি এই নীতিমালার আলোকে ব্যবহৃত না হলে অথবা ইজারা চুক্তির কোনো শর্ত প্রতিপালন না করা হলে উপদেষ্টা কমিটি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তি বাতিল করা যাবে এবং অপর পক্ষ এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না।

অধ্যায়-৭

৭.০ আবেদন প্রক্রিয়া :

৭.১ প্রতিটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম) ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী একাডেমির নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করবেন;

৭.২ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একাডেমিতে একটি হটলাইন নম্বর চালু থাকবে। সেবা প্রদানের জন্য একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে; এবং

৭.৩ আবেদনপত্র সরাসরি এবং অনলাইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

অধ্যায়-৮

৮.০ ভাড়া পরিশোধ প্রক্রিয়া :

৮.১ প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত এপিএম কেন্দ্রের ভাড়া এবং লভ্যাংশ একাডেমির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করে একাডেমিকে অবহিত করবে; এবং

৮.২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়া/লভ্যাংশ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' এপিএম কেন্দ্রের ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অধ্যায়-৯

৯.০ বিবিধ

৯.১ নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন :

সরকার প্রয়োজনবোধে এই নীতিমালার যে-কোনো শর্ত সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করতে পারবে।

৯.২ আইনের প্রাধান্য :

প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের সঙ্গে এপিএম কেন্দ্র নীতিমালার কোনো অনুচ্ছেদ সাংঘর্ষিক হলে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান প্রাধান্য পাবে।

মোঃ আবদুর রহিম
সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুব্রত কুমার সিকদার
যুগ্মসচিব

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

সংলগ্নী-১

'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে'

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম) ভাড়া/ইজারা চুক্তিপত্র

মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর/শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর, এর পক্ষে এর প্রতিনিধি

..... প্রথম পক্ষ/মালিক

ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনাব ....., ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বর্তমান ঠিকানা— .....। স্থায়ী ঠিকানা— ----------

..... দ্বিতীয় পক্ষ/ভাড়াটিয়া

যেহেতু, ১ম পক্ষ কুড়িগ্রাম/জামালপুর জেলার... উপজেলায় অবস্থিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম) ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জমির উপর অবস্থিত। উঁচু প্রাচীর ও কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা এবং বড়ো গেট রয়েছে। এর ফ্লোর এরিয়া ৭০০০ (সাত হাজার) বর্গফুট, বারান্দাসহ প্রায় ৯০০০ (নয় হাজার) বর্গফুট-এর উপর নির্মিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতিসহ ভাড়া/ইজারা প্রদানে এবং ২য় পক্ষ উক্ত স্থান ভাড়া/ইজারা গ্রহণে আগ্রহী। সেহেতু উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলি পালনসাপেক্ষ এপিএম কেন্দ্র ভাড়া/ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদনে সম্মত হয়েছে :

শর্তাবলি :

০১। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মালিকানাধীন উপরে বর্ণিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (এপিএম)-এর এরিয়া ৭০০০ (সাত হাজার) বর্গফুট, বারান্দাসহ প্রায় ৯০০০ (নয় হাজার) বর্গফুট-এর উপর নির্মিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতিসহ মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া/ইজারা ভাড়া গ্রহণে সম্মত হওয়ায় পরস্পর এই অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হলো।

০২। .....এর কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে। অন্য কোনো কাজে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

০৩। মাসিক প্রতিবর্গফুট .....(কথায়) টাকা হারে ভাড়া/ইজারাকৃত মোট ৯০০০ (নয় হাজার) বর্গফুট ও যন্ত্রপাতিসহ মোট মাসিক ভাড়া ..... (কথায়) টাকা ধার্য করা হলো।

চলমান পাতা-২

সুব্রত কুমার সিকদার
যুগ্মসচিব

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

০৪। চুক্তিনামায় উল্লিখিত প্রতিবর্গফুট .....(কথায়) টাকা মাসিক ভাড়া ০২ (দুই) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। প্রতি ০২ (দুই) বছর পর ভাড়া ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করা হবে।

০৫। ভাড়াটে/ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক এপিএম কেন্দ্রের ভাড়া/ইজারার অর্থ একাডেমির তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে।

০৬। দ্বিতীয় পক্ষ ইজারা/ভাড়ার বিপরীতে অগ্রিম ...(কথায়) টাকা একাডেমির তহবিলে জমা প্রদান করবে, যা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকবে। ভাড়াকৃত স্থানের দখল ছাড়ার সময় ২য় পক্ষের নিকট কোনো ভাড়া এবং অন্যান্য পাওনা বকেয়া থাকলে, তা সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ স্থান ছাড়ার পর ২য় পক্ষকে পে-অর্ডার মূলে পরিশোধ করা হবে।

০৭। চুক্তির সময় অবশ্যই যন্ত্রপাতির মূল্যের কমপক্ষে ৫% জামানত রাখতে হবে। কোনো কারণে যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন/চুরি হলে বা চুক্তি বাতিল হলে জামানতের টাকা থেকে তা মেরামত কিংবা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্ষতিসাধন/চুরি হলে এবং ৫% জামানতের মধ্যে ক্ষতিপূরণ না হলে উক্ত যন্ত্রপাতির মূল্য বিবেচনায় পরিচালনাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

০৮। সরকার কর্তৃক আরোপিত অফিস ভাড়ার উপর অতিরিক্ত ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর মাসিক ভাড়ার সঙ্গে ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষ পরিশোধ করবেন অথবা দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়া পরিশোধকালে অফিস ভাড়ার উপর উৎস কর ও ভ্যাট কর্তন করে উৎস কর ও ভ্যাট প্রদানের চালানের কপি প্রথম পক্ষকে প্রদান করবেন।

০৯। ইউনিটটি চালু করতে প্রথম ২ (দুই) মাস 'অতিরিক্ত সময় (grace period)' হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। এই ২ (দুই) মাস একাডেমিকে কোনো লভ্যাংশ দিতে হবে না;

১০। দ্বিতীয় পক্ষ প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে ভাড়াকৃত স্থানের চলতি মাসের মাসিক ভাড়া ১ম পক্ষকে অগ্রিম পরিশোধ করবে। অন্যথায় পরবর্তী মাসে তা খেলাপি ভাড়া হিসাবে গণ্য হবে। ঐ মাস হতেই সমুদয় খেলাপি ভাড়ার উপর মাসিক ২% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে (পরিশোধ করবেন)। এরূপভাবে পরপর ০৬ (ছয়) মাসের অফিস ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রদত্ত অগ্রিম হতে সমন্বয় করে দ্বিতীয় পক্ষকে উচ্ছেদ করা যাবে।

চলমান পাতা-২

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

১১। প্রতিমাসের ২২ তারিখের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবহৃত স্থানের জন্য মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ব্যর্থ হলে ২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। বিদ্যুৎবিল নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এবং কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে এর যাবতীয় দায় সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারীর উপর বর্তাবে। বিল পরিশোধে ০৬ (ছয়) মাসের অধিক বিলম্ব করলে বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

১২। ভবনের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বিল ১ম পক্ষ সংশ্লিষ্ট পৌরসভা-কে পরিশোধ করবে। পৌরসভা কর্তৃক জারিকৃত সমুদয় পরিশোধযোগ্য বিল ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষের নিকট দাখিল করা হবে এবং ২য় পক্ষ উক্ত বিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিল পরিশোধে ব্যর্থ হলে পৌরসভার নিয়ম অনুযায়ী ২য় পক্ষকে বিলের উপর সারচার্জ প্রদান করতে হবে।

১৩। প্রথম পক্ষ নিজেদের প্রয়োজনে দ্বিতীয় পক্ষকে এপিএম কেন্দ্র খালি করার নিমিত্ত ০৩ (তিন) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করবে। তদ্রূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষও প্রথম পক্ষকে ০৩ (তিন) মাস পূর্বে নোটিশ দ্বারা অবহিত করে এপিএম কেন্দ্র ছেড়ে দিতে পারবে। দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াকৃত স্থানে চুক্তিপত্রের মেয়াদান্তে থাকতে চাইলে মেয়াদ পূর্তির ০৩ (তিন) মাস পূর্বে ১ম পক্ষকে লিখিতভাবে জানাবে এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত বাজার দরের ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারণপূর্বক নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে।

১৪। প্রথম পক্ষ ভবনের সংশ্লিষ্ট কর ও খাজনাদি পরিশোধ করবে।

১৫। দ্বিতীয় পক্ষ বর্ণিত ভবনের ভাড়াকৃত অংশের কোনো অংশ কারও নিকট ভাড়া দিতে অথবা উপ-ভাড়াটিয়া বসাতে পারবে না এবং ভবনের কোনো অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা কোনোরূপ সংস্কার করতে পারবে না। তবে কাজের প্রয়োজনে কাঠামোগত কোনো পরিবর্তনের দরকার হলে ১ম পক্ষের অনুমোদন নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষ নিজ ব্যয়ে সম্পাদন করতে পারবে।

১৬। সামগ্রিক স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। স্থাপনার কোনো ক্ষতি করা যাবে না। সামগ্রিক স্থাপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পরিচালনাকারী ২য় পক্ষকেই বহন করতে হবে।

১৭। দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াকৃত অংশ অক্ষত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং ভবনের ও যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধিত হয় এমন কার্য হতে বিরত থাকবেন।

১৮। যন্ত্রপাতির যে-কোনো ক্ষতিসাধন ও দুর্ঘটনার দায় একাডেমি বহন করবেন না। এ-সংক্রান্ত যাবতীয় দায় সংশ্লিষ্ট পরিচালনাকারী সংগঠন/সমিতি/বেসরকারি খাত/উদ্যোক্তা/এনজিও বহন করবেন এবং যন্ত্রপাতি মেরামত করে তা ব্যবহার উপযোগী রাখবেন;

চলমান পাতা-৪

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

১৯। এপিএম কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত একাডেমির অনুমোদনসাপেক্ষে ২য় পক্ষ বহন করবে;

২০। ২য় পক্ষকে এপিএম কেন্দ্রে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এই কেন্দ্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতি হবে 3R (Reduce, Reuse, Rsycle) অর্থাৎ বর্জ্য উৎপাদন কমিয়ে আনা, বর্জ্য পুনঃব্যবহার এবং বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ।

২১। চালু থাকা প্রতিটি এপিএম কেন্দ্র প্রতিঅর্থবছরে বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট একাডেমির উদ্যোগে অডিট করা হবে। এ কাজে ২য় পক্ষ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং বছরান্তে আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করবে।

২২। এপিএম কেন্দ্রগুলো সঠিক ও কার্যকরভাবে পরিচালনার স্বার্থে ১ম পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ (Monitoring) করবে।

২৩। ২য় পক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'-এর উদ্যোগে ভোক্তা/পাইকারি বাজার/সুপারশপ/কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী (Forward) ও পশ্চাদ্‌মুখী (Backward) বাজার সংযোগ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।

২৪। দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াকৃত অংশে রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী এবং বিদ্যমান আইনবিরোধী বা জননিরাপত্তা বিঘ্ন হয় এমন যে-কোনো ধরনের প্রচার, সভা-সমিতি এবং মাদকদ্রব্য ও বিস্ফোরক দ্রব্য সরবরাহ, সংরক্ষণ, তৈরি ও ব্যবহার হতে বিরত থাকবে।

২৫। দ্বিতীয় পক্ষ এপিএম কেন্দ্রের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রথম পক্ষের গৃহীত নিরাপত্তামূলক কাজে সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে।

২৬। দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে পালন করলে প্রথম পক্ষ চুক্তিকালীন ভবনের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

২৭। প্রথম পক্ষ যে অবস্থায় ভাড়াকৃত স্থান দ্বিতীয় পক্ষকে বুঝিয়ে দেবে চুক্তির মেয়াদান্তে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে উহা একই অবস্থায় বুঝিয়ে দেবে।

২৮। দ্বিতীয় পক্ষ এপিএম কেন্দ্র বন্ধক রেখে কোনো অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান বা কোনো পরিচালনাকারী সংগঠন/সমিতি/বেসরকারি খাত/উদ্যোক্তা/এনজিও ব্যাংক ঋণ নিতে পারবেন না। ব্যাংক ঋণ নেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৯। প্রথম পক্ষ কোনো স্থানীয় পরিচালনাকারী সংগঠন/সমিতি/বেসরকারি খাত/উদ্যোক্তা/এনজিও-এর নিকট হতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণের দায় ও ঋণ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

চলমান পাতা-৫

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব

৩০। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে লিখিতভাবে না জানিয়ে ভাড়াকৃত স্থান ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এবং অফিস ভাড়া বকেয়া থাকলে প্রথম পক্ষ ০৬ (ছয়) মাস পর কোনোপ্রকার নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে ভাড়াকৃত স্থানের দখল গ্রহণ করতে পারবে। এতে দ্বিতীয় পক্ষের কোনোরূপ আপত্তি থাকবে না। সেক্ষেত্রে অফিসের ভিতরে থাকা মালামালের জন্য প্রথম পক্ষ কোনোপ্রকার দায় দায়িত্ব বহন করবে না।

৩১। কেন্দ্রটি নীতিমালার আলোকে ব্যবহৃত না হলে অথবা উপরিউক্ত যে-কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে বা ০৬ (ছয়) মাসের অধিককাল ভাড়া বা বিল পরিশোধ হতে বিরত থাকলে দ্বিতীয় পক্ষকে অবাঞ্ছিত ঘোষণাপূর্বক কোনো নোটিশ ব্যতিরেকে ১ম পক্ষ কর্তৃক উচ্ছেদ করা যাবে। ২য় পক্ষ এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না।

অতএব, এই ভাড়ানামা চুক্তিপত্রে বর্ণিত বিষয়াদি পাঠ করে এবং উহার অর্থ সম্যকভাবে অবগত হয়ে উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ও বিনা প্ররোচনায় এই অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র অদ্য ..... খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদন করলাম।

ভাড়াকৃত স্থানের তপশিল

কুড়িগ্রাম/জামালপুর জেলার... উপজেলায় অবস্থিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র।

দ্বিতীয় পক্ষ,	প্রথম পক্ষ,
.....এর পক্ষে	এপিএম কেন্দ্র..... এর পক্ষে
(.....)	(.....)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এপিএম কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

সাক্ষী

দ্বিতীয় পক্ষের সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর				প্রথম পক্ষের সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর			
ক্র.	নাম	ঠিকানা	স্বাক্ষর	ক্র.	নাম	ঠিকানা	স্বাক্ষর
(১)				(১)			
(২)				(২)			
(৩)				(৩)			

ব্রত কুমার সিকদার
যুগ্মসচিব

মোঃ আবদুর রহিম
সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব